ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের উদ্বোধন এবং দি চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি এর শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম, শনিবার, ১৭ মাঘ ১৪২২, ৩০ জানুয়ারি ২০১৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীবৃন্দ,
এবং উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

বন্দরনগরী চট্টগ্রাম তথা দেশের অন্যতম প্রাচীন বাণিজ্য সংগঠন চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি নির্মিত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের উদ্বোধন এবং চেম্বারের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আজ চিটাগাং চেম্বারের জন্য একটি গর্বের দিন। বিশ্বের অনেক বড় বড় শহরের ন্যায় চট্টগ্রামেও ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার স্থাপিত হল। বাংলাদেশ বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর কাতারে সামিল হওয়ার ক্ষেত্রে আরও একধাপ এগিয়ে গেল।

আজ বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, কদমতলী ফ্লাইওভার ও বাইপাস এবং রিং রোডের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হল। লালখান বাজার হতে শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হল। সবমিলিয়ে চট্টগ্রামবাসী তথা দেশের জন্য আজ একটি আনন্দের দিন।

সুধিমন্ডলী,

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার যে কোন দেশের জন্যই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রতীক। এই সেন্টারে দেশের সকল রপ্তানি পণ্য একই ছাদের নীচে প্রদর্শনের যে ব্যবস্থা রয়েছে তা এক কথায় অসাধারণ। বিদেশীরা এখানে এসে আমাদের পণ্যের গুণগত মান সম্পর্কে জানতে পারবে যা আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধি করবে। এই বিশাল ও সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের জন্য আমি চিটাগাং চেম্বার নেতৃত্বকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

চট্টগ্রাম ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শত শত বছরের ঐতিহ্যের অধিকারী। আরব, চীন, পর্তুগীজ, স্পেনিস ও ব্রিটিশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বণিকরা চট্টগ্রামে এসে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন। এরফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে আমাদের বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি এই শহরের বাণিজ্যিক ঐতিহ্যের অন্যতম অংশীদার। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলের ব্যবসায়ী৬ সমাজের বহুমুখী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, শিল্পায়ন, আমদানি-রপ্তানি, কর্মসংস্থান, রাজস্ব ও কর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যক্রমে চিটাগাং চেম্বার সরকারকে সহযোগিতা দিয়ে আসছে।

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে চট্টগ্রামের গুরুত্ব অপরিসীম। পৃথিবীর অত্যন্ত সম্ভাবনাময় দু'টি অর্থনৈতিক জোট সার্ক এবং আসিয়ানের সংযোগস্থল এই চট্টগ্রাম। তাই আঞ্চলিক যোগাযোগ উন্নয়নের ক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এই শহরের গুরুত্ব অত্যধিক।

আমরা গত ৭ বছরে চট্টগ্রামে নতুন নতুন সড়ক ও ফ্লাইওভার নির্মাণসহ এ নগরীর যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত খাতে ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। ঢাকা-চট্টগ্রামের হাইওয়ের ৪ লেনের কাজ শেষ হয়েছে। এই হাইওয়েকে ৮ লেন করার কাজও শুরু করা হবে।

আমরা কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ করছি যাতে কর্ণফুলীর দুইপাড়ে সাংহাইয়ের আদলে ''One city two town'' হিসেবে গড়ে তুলতে পারি।

চট্টগ্রাম বন্দর এ বছর ২০ লক্ষ টিইউএস হ্যান্ডলিং এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। আমরা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬ কি.মি. দীর্ঘ বে-টার্মিনাল নির্মাণের কাজ শুরু করতে যাচ্ছি।

চট্টগ্রামের গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধি করতে আমরা মহেশখালীতে এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করেছি। মহেশখালী থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত মূল পাইপ লাইন বসানোর দরপত্রের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। আমরা মহেশখালীতে কয়লাভিত্তিক ১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করছি। বন্দর সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের মাধ্যমে শিল্পায়নের লক্ষ্যে আমরা মিরেরসরাইয়ে ১টি এবং আনোয়ারায় ২টি স্পেশাল ইকনোমিক জোন স্থাপনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছি।

সুধিবৃন্দ,

শুধু চট্টগ্রাম নয় আমরা গত ৭ বছরে দেশব্যাপী যে উন্নয়ন করেছি তা ইতোপূর্বে কোন সরকার করতে পারেনি। বাংলাদেশ আজ তলাবিহীন ঝুড়ি নয়। আমাদের আজ অন্যের কাছে হাত পাততে হয় না। নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই পরিবর্তন করছি। বর্তমানে আমরা ৭২৯টি পণ্য বিশ্বের ১৯২টি দেশে রপ্তানি করছি। ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ছিল মাত্র ১০.৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়ে ৩২.০২ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। আর রিজার্ভ পৌঁছেছে ২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের উপরে।

পদ্মা সেতুর মত বৃহৎ প্রকল্পের কাজ আমরা নিজেদের অর্থায়নেই শুরু করেছি। রাজধানী ঢাকা, বন্দরনগরী চট্টগ্রামসহ দেশের বড় বড় শহরগুলোর রাস্তাঘাট, নাগরিক সুযোগ-সুবিধা আমরা ব্যাপকভাবে বাড়িয়েছি।

যোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি বিভেদমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। আজ গ্রামে বসে মানুষ সারা বিশ্বের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে। কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। মানুষ বিনামূল্যে ৩০ পদের ঔষধ পাচ্ছেন। ৫ হাজার ২৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ২০০ ধরণের ডিজিটাল সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। বিদেশে চাল রপ্তানি করছি। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩ কোটি ৮৪ লাখ ১৮ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য-শস্য উৎপাদন হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে এখন ১৪ হাজার ৭৭ মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা ১০০ অতিক্রম করেছে।

এ বছরের পয়লা জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রায় ৩৩ কোটি ৩৭ লাখ ৬২ হাজার ৭৭২টি বই বিনামূল্যে বিতরণ করেছি। প্রাথমিক থেকে ডিগ্রী পর্যন্ত ১ কোটি ২৮ লাখ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি ও উপ-বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে।

আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৩১৪ মার্কিন ডলারে। আমাদের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। দারিদ্র্যের হার কমেছে। আমরা ১২৩ ভাগ পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধি করেছি।

৫ কোটি মানুষ নিম্ন-আয়ের স্তর থেকে মধ্যম আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্যের হার ৪১.৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২২.৪ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। সরকারি ও বেসরকারিভাবে দেড় কোটি মানুষের চাকরি হয়েছে। বাংলাদেশ আজ নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ। উন্নয়নের রোল মডেল।

সুধিমন্ডলী,

বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (ডব্লিউটিও)-তে ২০১৫ সালের জন্য এলডিসি কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। দেশের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো ডব্লিউটিও'র নেগোসিয়েশনে আরও জোরালোভাবে উত্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

তবে বিশ্বায়নের এই যুগে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আগের চেয়ে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও নতুন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি ব্যবসায়ীদেরকে আমি আরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি আশা করি চট্টগ্রাম চেম্বারের ব্যবসায়ীগণ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিজেদের পণ্য ও সেবার মান এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করবে। পাশাপাশি পণ্যের ব্রান্ডিং ও পণ্য আকর্ষণীয় করার দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। রপ্তানি বহুমুখী করতে হবে। নতুন নতুন বাজার খুঁজে বের করতে হবে।

আমাদের সরকার ব্যবসা-বান্ধব সরকার। আমরা নিজেরা ব্যবসা করি না। আমাদের সরকার দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে সব রকমের সহযোগিতা করে যাচ্ছে এবং এ সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

আমি চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং এর শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। আমার প্রত্যাশা, এই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার চট্টগ্রামসহ দেশের সার্বিক ব্যবসা-বাণিজ্য তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা বাংলাদেশকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করতে সক্ষম হব।

সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

...